MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২১তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
এপ্রিল-মে ২০২৩
দাম : দশ টাকা

# নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি উপেক্ষা করা চলবে না

## সমর্থকদের সমাবেশে কমরেড খালেকুজ্জামান

# স্বার্থের দ্বন্দ্ব বা আদর্শের লড়াই কোনটাই শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে নয়

আমাদের এই আয়োজনে আমরা বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীদের, সংগঠন ও শ্রেণিপেশার অনেককেই আমন্ত্রণ জানাই। এরা আমাদের দলের সদস্য নয়, আমাদের দল করেন না। অনেকে হয়তো আমাদের মতো করে আমাদের আদর্শকেও ধারণ কিংবা লালন করেন না। কিন্তু তাঁরা এটা বুঝতে পারেন যে, আমরা যুক্তির লড়াই করি, নিছক স্বার্থের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হই না। আদর্শেরও একটা স্বার্থ থাকে কিন্তু পুঁজিবাদী

আদর্শবোধের স্বার্থ আর সাম্যবাদী আদর্শবোধের স্বার্থ চেতনা এক হয় না। এই শিক্ষালাভটাও আমাদের ভালো হয় এবং একটা অগ্রসর সংস্কৃতিবোধও আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। আমাদের দলের বাইরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ যাদের উপস্থিতি আমাদের উদ্দীপনা বাড়িয়েছে উৎসাহ জুগিয়েছে। ইতিপূর্বে গত ১৮টি মিলনমেলায় যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন, মতামত-পরামর্শ-বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সৈয়দ আবুল মকসুদ, স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন, অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক এইচ কে এস আরেফিন, শিক্ষাবিদ শ্যামল ভট্টাচার্য, ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন, মাহফুজুল হক দুলু, বশীর আল-হেলাল, সিরাজউদ্দিন বাদশা, নারীনেত্রী রোকেয়া বেগম, সুফিয়া চৌধুরীসহ অনেকেই গত হয়েছেন, জীবিত থাকলে হয়তো আজও আমরা তাঁদেরকে পেতাম। এ শূন্যতা আমরা অনুভব করি। আমি দলের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সমর্থক, শুভানুধ্যায়িদের ঊনবিংশতিতম মিলনমেলায় সভাপতির উদ্বোধনী বক্তব্যে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান এই আলোচনা করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সমর্থক-শুভানুধ্যায়িদের মিলনমেলা কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও সম্পাদক নিখিল দাসের পরিচালনায় ঢাকায় মহানগর নাট্যমঞ্চ, গুলিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন  বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশ জাসদ এর সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অধ্যাপক কমরেড আব্দুস সাত্তার, সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বী, কৃষিবিদ ড. শামসুল হোসেন, অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম, নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি অ্যাড. মাহবুবুর রহমান মাসুম, জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নঈমুল হাসান জুয়েল, ডা. আহম্মদ মইন, সাবেক উপসচিব মো. রশিদুল হাসান, সাবেক ছাত্রনেতা মেহের নিগার চঞ্চল ও আক্তার হোসেন অলক।

কমরেড খালেকুজ্জামান মিলনমেলায় উপস্থিত সুধীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে আরও বলেন–

শুভদিনের শুভঅনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে রক্তিম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজকের এই মিলনমেলার আয়োজক বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সংগ্রামী শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ, সংগঠক-কর্মীসহ আমাদের প্রতি ভালোবাসা জানাতে ও উৎসাহ জোগাতে আসা সারাদেশের সর্বস্তরের সমর্থক-শুভার্থীবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ, গণসংগঠন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ, শিক্ষক–সাংবাদিক, আইনজীবী–প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, চিকিৎসকসহ শ্রেণি-পেশার নেতৃবৃন্দ, এ আয়োজনে সহযোগিতা ও সহায়তাদানকারী শুভার্থীবৃন্দ, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ মিলে সপরিবারে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ, মহানগর নাট্যমঞ্চের সেবাদানকারী কর্মীবৃন্দ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, সবাইকে আমি সশ্রদ্ধ সালাম, শিশুদের প্রতি বিশেষভাবে স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা জানাই।

সংগ্রামী সাথী-শুভার্থী,

আপনারা জানেন, আমরা প্রতিবছর এ ধরনের মিলনমেলা আয়োজনের চেষ্টা করে থাকি। করোনা পরিস্থিতিসহ কিছু কারণে গত তিন বছর আমাদের পক্ষে এ অনুষ্ঠানটি জাতীয় পর্যায়ে করা সম্ভব হয়নি। তবে দলের পক্ষ থেকে দেশকে ১১টি জোনে ভাগ করে কয়েকটি জোনে ও কিছু জেলা পর্যায়ে সীমিতভাবে করা হয়েছে। শুরু থেকে এ ব্যতিক্রমী আয়োজনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য তুলেধরাসহ আমাদের আবেদন আমরা সর্বমহলের কাছে রেখেছি। আমরা আশাতিরিক্ত সাড়া-সমর্থন পেয়েছি, প্রশংসা কুড়িয়েছি। অনেক মূল্যবান পরামর্শ, মতামত ও সমালোচনাও পেয়েছি। এতে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু ঘোষণামাফিক আমাদের আয়োজনকে চাহিদানুযায়ী সর্বাঙ্গীন সফল ও সুন্দর করে উঠতে পারিনি আজও। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, আমাদের দলের সামর্থ্যের ঘাটতি, সহায়তাকারী অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী-দরদি বন্ধুদের সময়, কর্মব্যস্ততা, সময়োপযোগী যোগাযোগ ঘাটতি, স্থান নির্বাচন ও কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রদানে বিলম্ব ইত্যাদি মিলে সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আমাদের মিলিত হতে হয়, যেমন করে আজ আমরা মিলেছি মিলনমেলায়।

মিলনমেলার এই দিনে আমরা কয়েকটি দিককে স্পষ্ট করতে চাই–যাতে রাজনৈতিক–সাংগঠনিক, সামাজিক–সাংস্কৃতিক, পারিবারিক পরিমণ্ডলে একটা মানবিক বৈপ্লবিক রূপান্তরের স্বপ্ন জাগিয়ে অসুস্থ সময়ের অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোর নিশানায় সামনে চলার (পথের আভাস সন্ধান) প্রেরণা পাই।

আজকের এই দিনে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা এই চেতনায় হাজির হই যে, আমরা দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের তাগিদে নানা পদ পদবিতে অধিষ্ঠিত হই, কাজ করি। কিন্তু এতে কেউ বড়, কেউ ছোট, কেউ গুরুত্বপূর্ণ, কেউ গুরুত্বহীন, কেউ মেধাবী, কেউ মেধাশূন্য, কেউ প্রয়োজনীয়, কেউ অপ্রয়োজনীয় মনে করি না। মেধা কিংবা প্রতিভাশূন্য কোন মানুষ জন্মায় না। বড় ধরনের স্নায়ুবিক কিংবা শারীরিক অপূর্ণতা থাকলেও তা অনতিক্রম্য নয়। কিন্তু এক লক্ষ্যে হলেও, হুবহু একই ধারায় সকল শক্তি সম্ভাবনার বিকাশ বা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এজন্যই চাই এমন সমাজ, যে সমাজ অসীম সম্ভাবনাকে প্রতিটি মানবের নিকট বাস্তবতায় রূপ দিতে পারে। সেই সমাজের সন্ধান দিয়েছিলেন মহান বিপ্লবী দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর একান্ত সহযোগী ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। সে সমাজের নাম সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র যার সিঁড়ি। আজকে আমরা যে পদেই থাকিনা কেন, আমাদের প্রধান পরিচয় আমরা দলের আদর্শের এবং বিপ্লবী অভিযাত্রার সারিবদ্ধ সমর্থক। আমি যখন আহ্বায়ক, পরবর্তীতে সাধারণ সম্পাদক ছিলাম তখনও আমি সমভাবে একজন সমর্থক ছিলাম, আজ উপদেষ্টা হিসাবেও সমর্থক হয়ে এখানে অংশ নিচ্ছি। আমাদের দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদকসহ সকল নেতাকর্মীরাও এই চেতনাগত উপলব্ধিকে আজকের দিনে শানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে চলেছে।

**আমাদের** এই মিলনমেলায় অনেক শিশু কিশোর তাদের বাবা-মায়ের হাত ধরে এখানে এসেছে। এদের জীবনকে এই সমাজ গৃহবন্দি করে ফেলেছে। ঘরের বাইরে তাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যের নয়, ভীতিমুক্ত নয়, আনন্দের নয়–স্কুলের হাজিরা, পরীক্ষা, বাজারের কেনাকাটার বাইরে এদের চলাচল অবারিত নয়। পিতা-মাতাসহ ঘরের জনেরাই এদের স্বজন, বাইরের সমাজের সবাই পর। দরিদ্র, হতদরিদ্র পরিবারের শিশু সন্তানেরা প্রকৃত মানবজীবনের খোঁজ না পেয়েই বেড়ে উঠে, জঞ্জালেরমতো বেঁচে থাকে, জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে শোষকশ্রেণির মুনাফার বলী হয়ে মৃত্যুবরণ করে। নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চবিত্ত ঘরের শিশু সন্তানেরাও কেমন করে জীবন পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে তার সন্ধান না পেয়েই শারীরিক মাপে বেড়ে ওঠে, মানসিক পঙ্গুত্ব ঘুচাতে পারে না। কারণ মানবজাতির যা কিছু অতীত সৃষ্টি, তার সাথে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করা ছাড়া আধুনিক কালের জীবন পূর্ণতা পেতে পারে না। জ্ঞান সাধনার চেয়ে তাই পরীক্ষা পাশ ও সার্টিফিকেটের আনন্দ মুখ্য হয়ে ওঠে। নিজেরা চর্চা-অনুশীলন না করে শিল্প-সংস্কৃতি, খেলাধূলা ইত্যাদি সবকিছু টেলিভিশন কিংবা মোবাইল পর্দায় জমা রাখে। এটা উদ্যমের বদলে অবসাদ আনে। আমাদের এই মিলনমেলার আয়োজনের মাধ্যমে আমরা সীমিত হলেও একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাই যেখানে এসে শিশুরা দেখবে তাদের পিতামাতা ছাড়াও স্নেহ দেবার, ভালোবাসার বহু আপনজন আছে। একটি দিনের জন্য হলেও অন্তত গৃহবন্দি দশা থেকে মুক্তির স্বাদ তারা পাবে। মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশে এমনটাই তো আমরা চেয়েছিলাম। উল্টো আড়াই শ বছরের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে অর্জিত মানবতা-মনুষ্যত্ববোধ বিশেষ করে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার, জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্র, শোষণমুক্ত সমাজ তথা সমাজতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক বিভাজনমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বাধীন বিকাশের জাতীয় চেতনার অঙ্গীকার যা সীমাহীন আত্মত্যাগ ও বীরত্বগাঁথা সশস্ত্র সংগ্রামে আমরা অর্জন করেছিলাম, তার প্রায় সবটুকু গত ৫২ বছরের পুঁজিবাদী বাজারে বুর্জোয়াশ্রেণির কেনাবেচার জালজালিয়াতিতে ও শোষণ-লুণ্ঠনের হাতবদলে বিকৃত বিনষ্ট হয়েছে। আমরা বিকল্পের পূর্ণ চেহারা ও এ ধরনের অনুষ্ঠানের উপযুক্ত আয়োজন এখনও করে উঠতে না পারলেও আমাদের নিরলস ও ঐকান্তিক চেষ্টা আছে, এ উদ্যোগে সকলের সমর্থন-সহযোগিতাও বাড়ছে। আমাদের বর্তমান নেতৃত্বের সক্ষমতাও বাড়ছে। আমরা আশাবাদী।

**কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ** বলেন, আমাদের এই মিলনমেলা শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রোগ্রাম না আবার নেতা কর্মীদের নিছক মিলনমেলাও না। রাজনৈতিক বিষয় এবং প্রাক্তন বর্তমান কমরেডদের উৎসবমুখর পরিবেশেই আমরা এই অনুষ্ঠানটা করতে চাই। এখানে অনেকেই বক্তব্যে সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, তাদের জন্য একটা প্লাটফর্ম তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন। কাউকে না কাউকে সেক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে বলেছেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না, নানা শ্রেণিপেশার মানুষ আছেন যাদের যৌথ প্রচেষ্টায় এধরনের প্লাটফর্ম,

সংকীর্ণতা-হীনমন্যতা-অহমিকা পরিহার করে এ ধরণের আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছেন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেকে বলেছেন।

বর্তমানে শাসন ক্ষমতায় আছে একটা ফ্যাসিবাদী কর্তৃত্ববাদী যে দুঃশাসন এবং সেই দুঃশাসনের ফলে জনগণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার বিপন্ন হচ্ছে আর এই সরকার এক নাগাড়ে ১৪ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে। ক্ষমতায় থেকে তাদের শিকড় গভীরে গ্রথিত হয়েছে। এই সরকার যতদিন আছে ততদিন মানুষের অভাব, দুঃখ, দুর্দশার চিত্র, নিপীড়ন-নির্যাতন ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। কাজেই ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন এবং সর্বব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন এর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

এখানে দুজন কবি আবৃত্তি করেছেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। কৃষিবিদরা এসেছেন, কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা, অবহেলার চিত্র তুলে ধরেছেন। বলেছেন, তারা ফসল উৎপাদন করে কিন্তু ফসলের দাম পায় না। কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য উদ্যোগ এবং আয়োজন ব্যাপক হওয়া দরকার। আগে একটা সময় চাষি আন্দোলন ছিল, কৃষক আন্দোলন ছিল, খেতমজুরদের আন্দোলন ছিল। এখন সেসব ক্ষেত্রে একটা ভাটার কাল চলছে। এই আন্দোলনকে আবার বেগবান করা দরকার। কারণ আমাদের কৃষি প্রধান দেশ, জনসংখ্যার ৮০ ভাগ এখনও গ্রামে বসবাস করে, জমির সাথে তারা বাধা আছে। তাদের অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া থাকতে পারে না। বুর্জোয়াশ্রেণির নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং জাতীয় বুর্জোয়ারাই এখন সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা নিয়েই তারা এখানকার যে বুর্জোয়াশ্রেণি তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে এবং শাসন ক্ষমতায় থেকে ধনিক শ্রেণির যে স্বার্থ সেই স্বার্থকেই তারা সর্বাত্মক উপায়ে সংরক্ষণ করছে। শাসক শ্রেণি যারা আছে তাদের স্বার্থেই জাতীয় ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা একে অপরকে সহযোগিতা করে কাজ করছে। এক্ষেত্রে মিডিয়া, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের বশংবদ, তাবেদার, একান্ত অনুগত, তোষামোদকারী তৈরি হয়েছে যারা মিলেমিশেই এই দেশকে শাসন করছে, শোষণ করছে, লুণ্ঠন করছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের তাগিদ, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে এবং বলছে যে জগদ্দল পাথর জনগণের উপর চেপে বসে আছে সেটা  সরানোর জন্য আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন বন্ধু খুঁজতে হবে। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেই উদ্যোগ আমাদের অব্যাহত আছে। আমরা আমাদের রাজনৈতিক লাইন হিসেবে বলেছি বামপন্থিরা বা বাম গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য অর্থাৎ বাম এবং উদারপন্থিদের ঐক্যের কথা আমরা বলেছি। রাজনৈতিকভাবে যারা বামপন্থি, কমিউনিস্ট মতাদর্শ ধারণ করে না, সমাজতন্ত্রেও যাদের বিশ্বাস নাই কিন্তু আমাদের দেশে যে বুর্জোয়া শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়া চলছে সেটাতেও তারা নাখোশ, পছন্দ করে না, একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ, সংস্কৃতি, রীতিনীতির চিন্তা যারা করে, ৫১ বছর ধরে দেশে যে শাসন চলছে সেই শাসনে তারা সন্তুষ্ট নয়, মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দেশ শাসন করতে গিয়ে দেশের এই হাল দাঁড় করিয়েছে, কাজেই এর থেকে যারা রেহাই চায়, মুক্তি চায় তারা হলো উদারপন্থি। এই আকাঙ্ক্ষা থেকে বামদের সাথে তারা ঘনিষ্ঠ হতে চায়। বামদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা তৈরি না হলে তারা বুর্জোয়াদের কোন না কোন অংশের লেজুড় হিসেবে কাজ করে। আমরা দেখছি আওয়ামী লীগের সাথে একদল, বিএনপির সাথে একদল এরকম আছে। বামপন্থিরা যদি শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলতে পারে সেক্ষেত্রে বামপন্থিদের সাথে এই উদারনৈতিক শক্তিরা আসবে। রাজনৈতিক দল বা শক্তি হিসেবে দেশের জনগণ যাদেরকে ভাবে তাদের নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন থাকলেও আমরা যাদের উদারনৈতিক হিসেবে চিহ্নিত করেছি তারা হলো বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, শিক্ষক, আইনজীবী, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসক যারা আছেন–সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতামত তৈরি করেন সেই সমস্ত মানুষ জন তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার দিকেই আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে নির্দেশনা ছিল। পার্টির গণসংগঠন এবং পার্টির পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে একথা বলে আসছি। আমাদের সংগঠনে সেই ফর্মেশনটা আছে। কেন্দ্রীয় কাঠামো সবক্ষেত্রে নাই কিন্তু কাজ করার পরিস্থিতি আছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে সেভাবে চেষ্টাও করেছি। এখন আমরা পার্টির পক্ষ থেকে ভাবছি, কৃষিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক, প্রকৌশলীদের একটা কাঠামো আছে আলাদা আলাদা। কিন্তু এগুলোর একটা সমন্বিত প্লাটফর্ম তৈরি করা প্রয়োজন। সেরকম একটা উদ্যোগের কথা আমরা ভাবছি। যাদের নেতৃত্বে এই দেশের উদারনৈতিক শক্তিকে সংগঠিত করার চেষ্টা করার উদ্যোগ নিতে হবে।

অনেকেই আমাদের আন্দোলনের দফার কথা বলেছেন। উদাহরণ হিসেবে ছয় দফা, ১১ দফা, ২১ দফার কথা বলেছেন। আমাদেরও ৭ দফা দাবিনামা আছে। আমরা সেটা ব্যাপক আকারে প্রচারে নিয়ে যেতে পারি নাই। আমাদের দফার মধ্যে কিছু  সংস্কার দরকার। সেটা করে আমরা প্রচারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী তো আমাদের প্রচার প্রচারণা করতে পারব। সেই জন্যই আমরা নানামুখী উদ্যোগ আয়োজন করার চেষ্টা করছি। যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলো আমাদের কাজে লাগবে। যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা উত্তরোত্তর আরও অগ্রসর হতে পারব, আপনাদের যে আকাঙ্ক্ষা তা পূরণে সচেষ্ট হতে পারব।

সামনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে পাল্টাপাল্টি চলছে। ক্ষমতায় থাকা এবং ক্ষমতায় যাওয়া নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণির দুই অংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা চলছে। অনেকেই ভাবেন বর্তমান ফ্যাসিবাদী শক্তিকে উচ্ছেদ করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আবার বাম গণতান্ত্রিক জোট আমরা একটা ভিন্ন অবস্থানে আছি। আমরা বলছি যুগপৎ বা জোটবদ্ধ আন্দোলন করা দরকার।

বাংলাদেশের মানুষের মাঝে একটা ট্রাজেডি আছে যে, আমাদের দলের বক্তব্য হলো বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক। বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক মানেই হলো দেশের বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আছে, এরা দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রধান শত্রু। শ্রম এবং পুঁজির দ্বন্দ্ব এখানে প্রধান। কাজেই বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণির লড়াই এখানে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের একটা ট্রাজেডি হলো যখন সামরিক শাসন জারি হলো তখন বুর্জোয়া পার্টিসহ আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে হয়েছে। আবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে, সেই আন্দোলনে বুর্জোয়া শক্তিদের সাথে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়েছে। এগুলো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব চিন্তার যে পরিচয়, সমাজতন্ত্রের যে লড়াই, তার স্বাতন্ত্রতা তুলে ধরতে অনেক সময় সমস্যা তৈরি হয়েছে। বর্তমানেও ফ্যাসিবাদকে উচ্ছেদ করতেই হবে। কিন্তু

এই ফ্যাসিবাদের ভিত্তিভূমি কী, কোথা থেকে এর উত্থান সেগুলোকে আমাদের বিবেচনায় নেয়া দরকার। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে, এখন দফার রাজনীতি চলছে, প্রতিশ্রুতির যে রাজনীতি চলছে, সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে এই প্রতিশ্রুতি চলছে। কিন্তু আমরা মনে করি এই দফা এবং প্রতিশ্রুতি তো অতীতেও দিয়েছে, যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একটা অঙ্গীকার ছিল, মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার, চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ছিল, সেগুলোর বাস্তবায়ন ৫২ বছরেও হয় নাই। এরশাদ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তিন জোটের রূপরেখা, যার মধ্যে অনেক গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল, সেগুলোর কোনটাই তারা বাস্তবায়ন করে নাই অঙ্গীকার করার পরও। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। তারা তখন ১৪ দল করে ১৪ দফার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, গত ১৪ বছরে একটা দফারও প্রতিশ্রুতি তারা রাখে নাই। তারমানে দফা এবং প্রতিশ্রুতির যে রাজনীতি তার অভিজ্ঞতা দেশের মানুষের রয়েছে। এগুলো বিবেচনায় রেখেই আমাদের পক্ষ থেকে দেশের শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থে দেশের শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই বামপন্থিদের স্বতন্ত্র অবস্থানে থেকেই আমরা এই স্বৈরাচারী-ফ্যাসিবাদী বিরোধী আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে চাই এবং এই মুহূর্তে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যারা যারা আন্দোলন করতে চায় আমাদের দলের পক্ষ থেকে আহ্বান আপনারা নিজেদের অবস্থান থেকে এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার যে মানুষ, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য তীব্র লড়াই গড়ে তুলুন। রাজপথের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অবস্থান তৈরি করুন। অফিসে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন না করে রাজপথে অবস্থানের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করতে চাই। আমরা আমাদের সাধ্যমত এই সরকারের বিরুদ্ধে, দুর্নীতি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, লুটপাট, অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেষ্টা করছি। অপরাপর বাম প্রগতিশীল শক্তিদেরও এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

এখানে যে সর্বগ্রাসী সংকট, সেই সংকটের মূলে হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা। কাজেই শুধুমাত্র ক্ষমতার বদল নয়, ব্যবস্থার বদল করতে হবে এবং বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির যে উত্থান, সেই উত্থান আমাদের ঘটাতে হবে। কাজেই বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের পক্ষ থেকে আমরা সেই লক্ষ্যেই অগ্রসর হচ্ছি। দুঃশাসন হটাও, ব্যবস্থা বদলাও, বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোল এই স্লোগান নিয়েই আমাদের দল ও বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি এবং এই দাবিতে আমাদের কর্মসূচি চলমান আছে। যে যেখানে যেভাবে আছেন সেখান থেকে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই অংশগ্রহণ করুন, সহযোগিতা করুন। এই সংকটকালে পার্টিকে দৃশ্যমান জায়গায় নিয়ে আসতে হবে।

**কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন** বলেন, আজকের সমর্থক শুভানুধ্যায়িদের মিলনমেলায় সবাইকে শুভেচ্ছা। আমাদের দলের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভা কোন কর্মীসভা বা সমাবেশ নয়। এর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে দলের নেতা-কর্মী যতজন আছেন তার চাইতে অনেক বেশি আছেন আমাদের কর্মী ও নেতাদের বাবা-মা, স্ত্রী-স্বামী এবং সন্তান ও আত্মীয়স্বজন। যারা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত নন কিন্তু পরোক্ষভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, আবেগে-ভালবাসায় আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন। দলের সাফল্যে তাঁরা আনন্দিত হন আর বিপদ দেখলে উৎকণ্ঠায় থাকেন, খোঁজখবর রাখেন, সহযোগিতার হাত বাড়ান। এই মানুষেরা আমাদের শক্তি ও সাহসের উৎস, আমাদের বিপদের সহায়।

আপনারা জানেন আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাকালে কমরেড খালেকুজ্জামানসহ নেতৃবৃন্দ একটা রিকশা গ্যারেজে পার্টির কাজ শুরু করেছিলেন। ক্রমশ দলের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে, দলের নেতা-কর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়িদের সহযোগিতায় তিলে তিলে অর্থসংগ্রহ করে আমরা দলের অফিসের জন্য জায়গা কিনেছি, অফিসের নির্মাণকাজ শুরু করেছি। এটা একটা দৃষ্টান্ত যে একটি দল জনগণের সহায়তায় তাদের দলের কার্যালয় নির্মাণ করতে পারে। অনেকেই শুধু ভাঙ্গনের বিপর্যয় দেখেন আমরা সৃষ্টির শক্তিটাও দেখতে চাই।

আমাদের পত্রিকা *ভ্যানগার্ড* একদিন লেটার প্রেসে তার যাত্রা শুরু করেছিল সেটাও ক্রমান্বয়ে উন্নত করার চেষ্টা আমরা করছি। এই মিলনমেলা থেকে আমাদের অন লাইন টিভি পাবলিক ভয়েস এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে। আপনাদের পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে একে গণমানুষের মুখপাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

আমাদের সামর্থ্য কম কিন্তু সামর্থ্য দিয়ে আমাদের স্বপ্নটাকে সীমাবদ্ধ করতে চাই না। আমরা প্রয়োজনের স্বীকৃতি দিতে চাই। প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে সামর্থ্য অর্জন করতে চাই। বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপুরক সেই সংগ্রামে আমরা আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

**কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স** বলেন, কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বৃহত্তর বাসদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি লাল সালাম। আমাদের সমাজের মানুষ কীরকম পরিস্থিতিতে বেঁচে আছে সেটা আমরা সবাই জানি। এদের অবস্থার পরিবর্তনের দায়িত্ব বামপন্থিরা নিয়েছে। বাসদ দীর্ঘদিন ধরে মেহনতি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। আমরা যখন পথে হাঁটাচলা করি মানুষ তখন বলে আপনারা ভালো কথা বলছেন ভালো কাজ করছেন–তার মানে মানুষ আমাদের সমর্থন করছে। এখন কাজ হচ্ছে এই মানুষকে সংগঠিত করা, সচেতন করা। সমর্থক শুভানুধ্যায়ীরা একটা দলের বড় শক্তি ও সম্পদ। তারাও দলকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। তাই দল মানে হচ্ছে, নেতা-কর্মী, সমর্থক-শুভানুধ্যায়িদের সম্মিলিত কাজের ফসল। ফলে, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দল এবং মেহনতি মানুষের সংগ্রাম এগিয়ে যাবে।

**শরীফ নূরুল আম্বিয়া** বলেন, একটা রাজনৈতিক দলের আয়ু কত বড় হবে–সেটা নির্ভর করে সে দলের সমর্থক এবং শুভানুধ্যায়িদের সংখ্যাগত, বয়স-মান এবং তারা কতটা সক্রিয় তার ওপর। এটা ঠিক যে, একটা দলের সাফল্য নির্ভর করে নেতার-কর্মীর সংখ্যায়, তাদের মধ্যে আদর্শের চর্চা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপর। নেতৃত্বের দক্ষতা-সাহস কর্মীদের সংখ্যা, তাদের সক্রিয়তা ইত্যাদির উপর সাফল্য নির্ভর করে কিন্তু আয়ু কতটুকু সেটা নির্ভর করে সমর্থকগোষ্ঠী কত বড় এবং তার ধারাবাহিকতা। আমার কাছে মনে হয় বাসদ অনেকদিন বেঁচে

থাকবে। রাজনৈতিক অঙ্গনে যারা বিশ্বের মানুষের জন্য কাজ করে, মানুষকে ভালোবাসে, মানুষের কল্যাণ চায়, তারা চিন্তা-ভাবনা একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, যত বেশি মানুষের সাথে রহঃবৎধপঃরড়হ করবে সমাজেরও কল্যাণ হবে দলেরও কল্যাণ হবে, ইত্যাদি বিবেচনায় বাসদ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ৩০-৪০ বছর আগের দুনিয়ার সাথে এখনকার পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তিত হয়েছে, আমরা যদি এই পরিবর্তনগুলো ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারি তাহলেই আমরা সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে পারব। আমরা যাতে দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য অবদান রেখে যেতে পারি সে চেষ্টা আমাদের থাকতে হবে। আপনাদের আজকের এই আয়োজন সফল হয়েছে আগামী দিনে আপনারা আরও বৃহত্তর সাফল্য অর্জন করবেন সে প্রত্যাশা করছি।

**সাংবাদিক আবু সাঈদ খান** বলেন, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আরও নগ্নভাবে আবির্ভূত হয়েছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে লড়াই সেটা দুর্বল, আন্দোলনে বিরাজ করছে ভাটার টান। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে যে অবকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়, একই সাথে অতি ধনীরও উন্নয়ন হচ্ছে। এর মানে গুটিকয়েক মানুষ অসংখ্য মানুষকে শোষণ করে দ্রুত সম্পদের মালিক হচ্ছে। এর বিপরীত চিত্র হচ্ছে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ সম্পদ হারা হচ্ছে, তাদের জীবনমান ক্রমাগত নিচের দিকে নামছে, তারা মৌলিক অধিকারগুলো থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনের কাহিনিও আমাদের জানা আছে। ব্যাংক লুট হচ্ছে, মেগা প্রকল্পের নামে মেগা দুর্নীতি হচ্ছে। এই দেশের কিছু মানুষের এখন নতুন ঠিকানা এখন ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন লুটপাট, রাজনীতিতেও চলছে দুর্বৃত্তায়ন তার ধারাবাহিকতায় ফ্যাসিস্ট শক্তির আবির্ভাব হয়েছে। যখন সম্পদ পাচার হয়, বলা হয় এটা পুঁজিবাদী নিয়ম–পুঁজিবাদী নিয়ম কী এই রকম? এখানে মানব সম্পদও পাচার হয়! এখন সাংবাদিক-সাহিত্যিক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার অনেকে বিদেশে চলে যেতে চায়।
দেশে গণতন্ত্র নাই, তাই আমাদের এখন গণতন্ত্রের জন্য একযোগে লড়াইটা পরিচালনা করা দরকার। এর জন্য সাহসী নেতৃত্ব লাগবে। বাম রাজনীতিকদের সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আগে শত্রু ছিল ব্রিটিশ-পাকিস্তানি, এখন দেশের ভিতরের। বামদের একটা অংশ পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত। কৃষ্ণপক্ষে যারা আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে বাসদ তাদের অন্যতম। বাসদ এককভাবে এ কাজ করতে পারবে না, তাই বন্ধু খুঁজে নিতে হবে। অন্য বামদের সাথে নিতে হবে। যদি বন্ধু না পায় তাহলে আন্দোলনকে একা বিজয়ী করা যাবে না।

**অধ্যাপক কমরেড আব্দুস সাত্তার** বলেন, বাসদের মিলনমেলায় এসে আমি উজ্জীবিত হয়েছি। বাসদ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে সেটা দৃশ্যমান। বাসদের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে গিয়ে আমার এবং অন্যান্যদেরও এ উপলব্ধি হয়েছে যে, তারা আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আন্তরিক এবং অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাম জোট সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। আমরা অন্যান্য বাম শক্তিকে বলবো সকল মতানৈক্য পরিহার করে ঐক্যবদ্ধভাবে বামপন্থি শক্তি বৃদ্ধি করি। বাসদেব এই পুনর্মিলনী আন্দোলনে গতি সঞ্চার করবে। সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

**সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বী** বলেন, আমরা এখন রাজনীতিতে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। পূর্বেও ক্রান্তিকাল অতিক্রম করার কতগুলো নিয়ম ছিল, আমরা সেই বিষয়গুলো সাহসের সাথে অতিক্রম করেছিলাম। এখন আমাদের সামনে এক জটিল সমীকরণ এসে দাঁড়িয়েছে। শাসকগোষ্ঠী এখন আমাদের সামনে নতুন নতুন কিছু সংজ্ঞা হাজির করাচ্ছে–দেশপ্রেমের সংজ্ঞা, গণতন্ত্র-উন্নয়নের সংজ্ঞা। আইয়ুব খানও গণতন্ত্রের একটা নতুন সংজ্ঞা হাজির করেছিল–ইধংরপ ফবসড়পৎধপু. এখন আমরা শুনছি এক বিশেষ গণতন্ত্র, আওয়ামী ধরনের গণতন্ত্রের কথা। তারা বলতে চায়, তারা যে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে সেটা ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে সে উন্নয়নের জোরে তারা আবারও ক্ষমতা আসবে, ইত্যাদি। আমরা যদি বাংলাদেশ ভূখণ্ডের হাজার বছরের ইতিহাস দেখি, তাহলে দেখব–এমন কোন শাসক নাই যারা বলবে, তারা উন্নয়ন করে নাই! ব্রিটিশরা বলছে, পাকিস্তানিরাও বলছে যে, তারা প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছে। সেই সময়ের তুলনায় আজকের পরিস্থিতিটা ভয়াবহ। আমরা বলেছি ব্রিটিশরা আমাদের সম্পদ তাদের দেশে পাচার করে নিয়ে গেছে। ব্রিটিশ-পাকিস্তানিরা যে পরিমাণ সম্পদ নিয়ে গেছে তার চেয়ে বহু গুণ বেশি সম্পদ বর্তমান শাসকরা বিদেশে পাচার করেছে। কারা এই টাকা পাচার করছে? তাদের তালিকা শাসকরা প্রকাশ করছে না, দুদকও করছে না। শাসকরা আমাদের অর্থনীতিকে তলানিতে নিয়ে গেছে। শাসকরা তাদের শাসন-শোষণ, লুণ্ঠনের কাজ চালিয়ে যাবে। জনগণ এর ভিতর থেকেই প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তুলবে। '৬৯-এ জনগণই গণঅভ্যুত্থান তৈরি করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে টুটি চেপে ধরা হয়েছে। বাসদ সারাদেশে যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে–আমি নারায়ণগঞ্জের প্রেক্ষিতে বলতে পারি সঠিকভাবে তাদের কাজ পরিচালনা করছে। একটা বাম রাজনৈতিক দল যেভাবে অগ্রসর হওয়ার কথা, বাসদ সেভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

**কৃষিবিদ ড. শামসুল হোসেন** বলেন, প্রগতিশীল কৃষিবিদ কেন্দ্র এই দেশের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত বিপ্লবী শক্তি বাসদকে বিকশিত করতে সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। একটা সময় এদেশে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকতো। ১৯৭০ সালে আমাদের মাথা পিছু জমির পরিমাণ ৩৪ শতাংশ এখন তা নেমে দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশে। কৃষিবিদরা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অভূতপূর্ব অবদান রেখে যাচ্ছে। এতে কৃষকের ফলন বাড়ছে, যদিও পুঁজিবাদী অসম বণ্টন ব্যবস্থার কারণে তাদেরর অবস্থার উন্নতি সাধিত হচ্ছে না। তারা শোষণের শিকার। কৃষিবিদরা যেমন উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে তেমনি কৃষকের মুক্তির সংগ্রামেও ভূমিকা রাখবে। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই মুক্তির স্বপ্ন দেখে আসছে কিন্তু সে স্বপ্ন এখন অপূরিত রয়ে গেছে। পুঁজিবাদী শোষণের উচ্ছেদ আমাদের করতে হবে। প্রগতির সামনে অনেক বাধা আছে, তাকে অপসারণ করতে হবে। শ্রেণি চেতনা ভিতর থেকে গড়ে ওঠে না বাইরে থেকে তাকে আরোপ করতে হয়। তাই আমাদের সে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

**নঈমুল হাসান জুয়েল** বলেন, আমরা দুনিয়ার মজদুরকে এক করতে বিভিন্ন ফেডারেশনে কাজ করছি। যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-নারীরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল এবং সংবিধানেও সে আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সমাজতন্ত্র ছিল কিন্তু বাস্তব জীবনে তার কোনও প্রতিফলন নেই। প্রায় সাত কোটি শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। শ্রমিকদের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা নাই। Sustainable goal

এর লক্ষ্য হচ্ছে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া কিন্তু শ্রমিকের জন্য কোন ধরনের মড়ধষ আমরা দেখছি না। যারা দেশে ও বিদেশে কাজ করে দেশকে সমৃদ্ধ করছে তাদের জন্য উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল দীর্ঘদিন ধরে মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজপথে থেকে আন্দোলন করে যাচ্ছে। আজকে সমাজতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ছাত্র- শ্রমিক ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছে। দেশ থেকে পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে হবে। যারা শ্রমিক-কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি চায় তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। সমাজতন্ত্র ছাড়া মানুষের মুক্তি আসবে না। বাসদের সফলতা কামনা করছি।

**কৃষিবিদ ড. আবুল কাশেম** বলেন, কৃষকরা পরিশ্রম করে উৎপাদন করে কিন্তু তারা খরচের টাকাও পায় না। মধ্যস্বত্বভোগীরা লাভ তুলে নিয়ে যায়, কৃষক অসহায় অবস্থায় পড়ে। বাংলাদেশে ২ কোটি ৫২ লাখ কৃষক দিনে দিনে নিঃশেষিত। আজকে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, মাদক সন্ত্রাস এবং সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস চলছে। শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হয়েছে, ছাত্রদের জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে বিসিএস ক্যাডার হওয়ার ঝোঁক বেশি। সরকার চায় একদল
দাস, যাদের দিয়ে সবকিছু করিয়ে নিতে পারবে। অনেক সময় ছাত্র অবস্থায় একজন শিক্ষার্থী প্রগতিশীল চিন্তার সাথে যুক্ত থাকে পরবর্তীতে তাদের বিসিএস ক্যাডার বানিয়ে সরকারের পক্ষে কাজ করিয়ে নেয়। আমাদের গবেষণা সেল করা দরকার। মানুষ রাজনীতি নিয়ে, দল নিয়ে কী ভাবছে, দেশের-অর্থনীতি নিয়ে কী ভাবছে, সে ভাবনাগুলো যথাযথভাবে উঠে আসলে তার প্রেক্ষিতে করণীয় ঠিক করতে হবে। স্বাধীনতার পর বাম রাজনীতির শক্তিশালী ধারা ছিল, আজকে দুর্বল অবস্থায় পতিত হওয়ার কার্যকারণটা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। বাম রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের শিক্ষার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পার্টির দাবিনামা যেমন থাকবে তেমনি পেশাজীবীদের জন্যও দাবিনামা থাকতে হবে।

**ডা. আহম্মদ মইন** বলেন, আজকে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা বড় দুর্দিন, যা আগে আর আসেনি। মানুষের সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আওয়ামী লীগ এখন জনগণের কথা শুনে না, মানুষের কথা ভাবে না। চরম কর্তৃত্ববাদী অবস্থায় চলে গেছে। এরকম সময় যারা মানুষের জন্য রাজনীতি করে তাদের দেখতে পেলে ভালো লাগে। আপনাদের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। টেলিভিশনে-ইউটিউবে আপনাদের পালিত কর্মসূচি দেখতে চাই। না পেলে মন খারাপ হয়। বাসদকে ভাবতে হবে, আপনারা অনেক কাজ করেছেন। আপনাদের শক্তি বিকশিত হয়ে উঠুক।
**মো. রশিদুল হাসান** বলেন, আজকে সমাজে সত্য কথা বলার মানুষের সংখ্যা শুধু কমই নয়, বাস্তবে সত্য বলার মানুষ দেখা যায় না। এ রকম পরিস্থিতিতে বাসদের সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দের ভাবনাচিন্তা ও অন্যদের কথা শুনে আমার ভালো লাগছে। এখানে মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামে কথা, যুক্তির কথা, ন্যায্যতার কথা আলোচিত হচ্ছে। যদি এ ধরনের আয়োজন আরও বেশি হয় তাহলে আরও বেশি আশার কথা শুনতে পাবো। বাসদ জনগণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমি ছাত্র অবস্থায় বাম রাজনীতির সাথে পরিচিত হই কিন্তু কখনও রাজনীতি করিনি। এখন চাকরি জীবন শেষে সুযোগ পেলে বাসদের আয়োজনগুলোতে অংশগ্রহণ করি, উপস্থিত হই। বাসদ-এর শুভ অগ্রগতি কামনা করি।

**মেহেন নিগার চঞ্চল** বলেন, বাসদের মিলনমেলায় আমি আপ্লুত। এখানে আংশগ্রহণ করতে পেরে আমি আনন্দিত। ছাত্র রাজনীতি করার সময় আমরা সারাদেশে পার্টির বক্তব্য নিয়ে প্রচার করেছি। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়, ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।

**আক্তার হোসেন অলক** বলেন, আমরা যারা প্রবাসে থাকি, আমরা দলের সাথে যুক্ত থেকে দলকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি। আমরা, প্রথমে যারা আমেরিকায় প্রবাসী তাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং একটা ছোট অনলাইন গ্রুপ তৈরি করি। socialist party of Bangladesh group নামের গ্রুপে কানাডায় যারা আছে তাদের সাথেও যোগাযোগ করি। তখন আমরা এর নাম পরিবর্তন করে SPB north amrican group নাম দেই। এভাবে পার্টির যারা প্রবাসে আছেন তাদের সাথে নতুন করে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এই প্রচেষ্টাটা আমাদের নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়। আমরা দলকে প্রতি মাসে একটা আর্থিক সহায়তা করে থাকি। এই গ্রুপের আলোচনা থেকেই পার্টির একটা অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেল চালু করার কথা উঠে। সে ধারাবাহিকতায় থেকেই সিদ্ধান্ত হয় অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেল চালুর। আজকে সেটার লগো উন্মোচন করা হবে। ফলে, আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন দলকে সহযোগিতা করতে পারি।
প্রবাসীদের ভিন্ন সংকটে আছে। তা মোকাবিলায় পার্টি আমাদের একটা গাইড লাইন দিচ্ছে, ভরসা জোগায়। আমরা পার্টির কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় নানা সংকট মোকাবিলায় দিকনির্দেশনা পাই।
এই মিলনমেলায় চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং দলের সমর্থক-শুভানুধ্যায়িরা নানা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এছাড়া পাবলিক ভয়েস টিভি নামে একটি অনলাইন টিভি'র লোগো উন্মোচন করা হয়।
টিভির ইউটিউব ও ফেসবুক পেজ লিংক–
https://youtube.com/@publicvoicetv23; https://web.facebook.com/publicvoicetv23